বই - বই মেলা ও হোঁচট খাওয়া অনুভূতি

জয়নাল আবেদীন

খেতে ভাল লাগলেই যে খাবারটা ভাল এমন কথা কি জোর দিয়ে বলা যাবে? মনে হয় না। ফেব্রুয়ারী মাসে এই যে এখন সিডনীতে ঝুম বৃষ্টি, এমন সময় ছুটির দিনে বিকেলের নাস্তায় পিঁয়াজি আর মুড়ি মাখানো যদি সামনে থাকে, তখন রাজ্যের অন্য সব নাস্তাকে পাশে সরিয়ে রেখে মুড়ি-পিয়াজুর প্লেটটা সামনে টেনে নেবে না, এমন বাঙালী খুঁজে পাওয়া দুঃস্কর হবে। সেই অর্থে মুড়ি-পিয়াজুকে শ্রেষ্ট নাস্তা বলা মনে হয় ঠিক হবে না। বয়সটা যদি একটু বেশী, আর স্বভাবটা যদি ভোজন রসিক হয়, তবে রসনা সিক্তকারী এই তেলে চুবানো পিঁয়াজু অধিক আহারের তেলেসমাতি টের পেতেও সময় লাগে না। কোর্মা, পোলাও, কাবাব, কচি মুর্গির রোষ্ট আর খাসির রেজালা সামনে ফেলে সাদা ভাত, পুকুরের মাছ, গাছের লতাপাতা, আর বাগানের সব্জি খেতে কারই বা ভাল লাগে? প্রথম পর্বের খাবারগুলোর ঘ্রাণেইতো জিভে পানি আসে, পেট মোচড় দিয়ে ক্ষিদে জাগে, খেতেও ভাল লাগে। আর ভাল লাগে দেখে হয়তো খাওয়াও বেশী হয়ে যায়। আর তারপর? সবার না হলেও অনেকেরই অনুশোচনা হয়, কারো কারো আবার অসুবিধাও হয় । দ্বিতীয় পর্বের খাবারগুলো সব সময় হয়তো রসনা সিক্তকারী নয়, পারস্পরিক স্বাদের তুলনাও হয়তো যথাযথ হবে না, তারপরও খাবার হিসেবে ভাল, সুস্বাস্থ্যকর। আহারের পর অনুশোচনা হয় না, খারাপ লাগে না। স্বাস্থ্য সম্মত ভাল খাবার আর অস্বাস্থ্যকর খাবারের মৌলিক পার্থক্যটা মনে হয় এই খানেই। একটা খাওয়ার সময় ভাল লাগে, আর একটা ভাল লাগে খাওয়ার পরে।

একট জীবনধর্মী উপন্যাস আর একটা অবাস্তব মজাদার বইয়ের মধ্যে পার্থক্যও মনে হয় একই রকম। একটা পড়ার সময় চিত্ত নিমগ্ন হয়, পড়তে ভাল লাগে। তারপর পড়া শেষে অনুশোচনা হয়। অপাত্রে জীবনের অনেকগুলো দুর্লভ মুহূর্ত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মন কষ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়। এ সমস্ত বইয়ের পাঠক সংখ্যা কম হয় না। তবে পাঠক বা দর্শকের সংখ্যা দিয়ে কি আর বই, নাটক বা সিনেমার মূল্যায়ন করা যায়? এতে হয়তো ব্যবসায়িক সাফল্য আসে, যেটা লেখক, পরিচালকের কাম্য হতে পারে। তবে পাঠক বা দর্শক হিসেবে একটা প্রবন্ধ, একটা উপন্যাস, একটা নাটক, একটা সিনেমাকে কি ভাল বলা যাবে, যদি সব শেষে মনে না হয় যে সময়টা আমার কাজে লেগেছে? মনের ভেতর একটা ভাল লাগা, একটা নতুন আলো, একটা বোধের আমেজ ছড়াতে যদি কোন বই, কোন নাটক বা সিনেমা সক্ষম না হয়, তবে কি তাকে একটা ভাল বই, ভাল নাটক বা ভাল সিনেমা বলা ঠিক হবে?

প্রধানতঃ যে কারণে এই এলেবেলে লেখার সূচনা, এখন আসি সেই বিষয়ে। ছুটির দিনের দাওয়াত শেষে এক ঘরোয়া আলোচনায় সেদিন অন্যান্য বিষয়ের সাথে দু'একজন লেখকের সম্প্রতি লেখা কয়েকটা বই-এর উপরও কিছু আলোচনা-সমালোচনা হয়েছিল। এই আলোচনায় মতামত ব্যক্ত করার দুয়ার ছিল যথারীতি অবারিত। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারে নিজের মতামত সমালোচনার ঝুড়িতে ফেলে দিতে আমারও সময় লাগেনি। সেদিনের সেই বন্ধুদের একজন সম্প্রতি আমাদের বাড়ীতে এসে বুক শেলফে ঐ লেখকের বেশ কয়েকটি বই দেখে, তীর্যক চোখে স্মিত হেসে প্রশ্ন রাখে, *ব্যাপার কি? নিজেই পড়ছেন আবার সমালোচনাও করছেন!* আচানক প্রশ্নের প্রথম আঘাতটা সামলে উঠে বলি, না খেলে ভাই স্বাদ বুঝবো কেমন করে। লেখকের অতীত সুনাম এখনও তো কাছে টানে। তবে সম্প্রতি লেখা উনার ঐ বইগুলি পড়ার অভিজ্ঞতা আমার সত্যিই বিচিত্র । পিয়াজুর মতো ওগুলো কাছে টেনেছে ঠিকই, খেতেও খারাপ লাগেনি, শুধু খাওয়া শেষে কষ্ট হয়েছে, হজম হয়নি। তবে আমার মনে হয়, পাঠক কিন্তু ভালই খাবে। বলা যায় না, হয়তো বা হা-ভাতের মতো বেশীই খাবে ।

পাঠকের সংখ্যা দিয়ে যে বই-এর গুনগত মান নির্ধারিত হয় না, তার সব চেয়ে বড় উদাহরণ মনে হয় সম্প্রতি বিশ্বের রেকর্ড সৃষ্টিকারী হ্যারি পটারের বই। JK Rowling-এর 'Harry Potter And The Deathly Hallows' বইটি গত বছরে ২৩শে জুলাই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশনার প্রথম ২৪ ঘন্টায় শুধু মাত্র বৃটেন, জার্মানী আর আমেরিকাতেই বইটির ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৯২৭ কপি বিক্রি হয়। সুদূর এই অষ্ট্রেলিয়ায়ও সেদিন বই-এর দোকানে সুবিশাল লাইন তৈরী হয়েছিল । ইংরেজী সাহিত্যের সুবিশাল নন্দকাননে হ্যারি পটারের অবস্থান নিয়ে কি বিতর্কের কোন অবকাশ আছে?

সম্প্রতিকালের বেশ কিছু বই পড়তে পড়তে ছেলেবেলার গল্প শোনার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। জ্যোস্না ঝরা রাত, জোনাক জ্বলা বাড়ীর উঠোনে পালা করে দাদী-নানী বা মায়ের মুখে গল্প শোনার সেই মধুর স্মৃতি দিব্য চোখে ভেসে উঠে। রাক্ষস নিধন শেষে রাজার কুমার সেই যে কাঠের তৈরী পঙ্খীরাজে চড়ে রাজকন্যাকে নিয়ে নীল আকাশে উড়াল দিল সেই আনন্দের ঘোর মনে হয় হৃদয় মনে গেঁথে আছে। অবচেতন মন তাইতো তাকে কাছে টানে। রুপকথার মতো গল্পগুলোই তাই মনে হয় ভাল লাগে।

পাঠকের এই অন্তর্নিহিত চাহিদাকে যারা বুঝতে পেরেছে তারাই মনে হয় এ সময়ের শ্রেষ্ট লেখক। তবে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তন কিছুটা আনতেই হয়েছে। এখন রাজকুমারের জায়গা দখল করেছে হুলস্থুল ধরনের কোটিপতি, অলৌকিক বা অসুরের শক্তি সম্পন্ন কোন সিংহ পুরুষ কিংবা আজব কোন মানব/মানবি। এরাও সব পারে। যা ইচ্ছা, যেমন ইচ্ছা করতে পারে। কি ভাবে পারে, কেন পারে, পারা কি সম্ভব এমন প্রশ্ন করার এখানে কোন সুযোগ নেই। চরিত্রটাই ঐ রকম। রাজকুমার আর তার পঙ্খীরাজের চেয়েও এরা অনেক বেশী করিতকর্মা। তাই হয়তো আরও বেশী করেই ভাল লাগে।

জীবনের অবসাদ কাঠিয়ে উঠতে বিনোদন মুলক বই, নাটক বা সিনেমার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। তবে বিনোদন সর্বস্ব জীবনও হয়তো মেনে নেয়া যায় না। তাই সত্যজিৎ রায়ের অশনি সংকেত দেখতে গিয়ে কোন উচ্চ শিক্ষিত বাঙালী যদি হল থেকে বের হয়ে আসে আর তারপর সেটা নিয়ে আবার গর্ব করে, তখন কষ্ট লাগে। শৃঙ্খনীল কারাগার আর নন্দিত নরক হুমায়ুন আহমেদের শ্রেষ্ট দুটো উপন্যাস। বিদগ্ধ বহু পাঠক, অনেক লেখককেও শ্রদ্ধার সাথে হুমায়ুন আহমেদের এই দুটো বইয়ের ব্যাপারে কথা বলতে, স্মরণ করতে শুনেছি। ধরে নেয়া যায়, এই বই দুটো সবার ভাল লাগবে না, লাগার হয়তো কথাও নয়। হুমায়ুন আহমেদের হিমু চরিত্র সেই অর্থে অনেক সফল, পাঠক জনপ্রিয়তার বিচারে তো অবশ্যই। তারপরেও নন্দিত নরক আর শঙ্খনীল কারাগারের লেখক যখন হিমু চরিত্রের রুপায়নের জন্য নন্দিত হয়, মেলার নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে হলুদ পাঞ্জাবী গায়ে হিমুরা যখন ফেব্রুয়ারীর বই মেলায় রাস্তা জুড়ে মিছিল করে তখন বারে বারেই মনে হয়, আমরা সঠিক পথে এগুচ্ছিতো?

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ৬ই ফেব্রুয়ারীর বইমেলায় মিছিলের কারণে যাদের মেলায় চলাচলে সমস্যা হয়েছে, তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কবি নির্মলেন্দু গুণ বলেছেন, "এটা একটা বাজে প্রবণতা।... এমন শিশুতোষ কিছু করাটা আমি সমর্থন করি না। "

আমার বিশ্বাস একুশের বইমেলাকে যারা ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে তারা কেউই এই ছেলে মানুষিকে সমর্থন করে না।

জয়নাল আবেদীন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৮, সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া

লেখকের অন্যান্য লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন